ফাঁসির রাতে
শহীদ আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ

শহীদ মুজাহিদের ছোট ছেলে আলী আহমাদ মাবরুর বলেন, "২১ নভেম্বর রাত ৮টা। আমি তখন পুরানা পল্টনস্থ আইনজীবীদের চেম্বারে। পরিবারের বাকি সবাই উত্তরাস্থ বাসভবনে। হঠাৎ বাসা থেকে ফোন- আমাদেরকে মানে পরিবারকে নাকি শেষ সাক্ষাতের জন্য যেতে বলেছে। ডেপুটি জেলার মিসেস শিরিন আমার বড় ভাই আলী আহমদ তাজদীদকে ফোন দিয়ে রাত ৯টার মধ্যে কারাগারে পৌঁছুতে বলেছে। আমি সাথে সাথে তাদের বললাম, আমি তো কাছেই আছি। আপনারা জলদি বের হন। আমি সাথে সাথে সংগঠনের সবাইকে অবহিত করলাম এবং তাদের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করলাম- শেষ সাক্ষাত কোন পরামর্শ আছে কিনা। আইনজীবীদের জানালাম। তারপর অযু করে কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম ।"

আমাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মোট ২৫ জন সদস্য সেদিন কারাগারে গিয়েছিলাম। রাত ১১টার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছাই। ঢোকার পর প্রয়োজনীয় তল্লাশি শেষে রাত ১১.২০ মিনিটে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সেল রজনীগন্ধায় পৌঁছাই। রজনীগন্ধা সেলের একেবারে ডানকোনায় ৮ নং সেলে ছিলেন আব্বা। এর আগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ও শহীদ মুহাম্মাদ কামারুজ্জামানও সেই ঘরটিতেই ছিলেন। আমি ধারণা করেছিলাম, যেহেতু এত লোক যাচ্ছি শেষ সাক্ষাত। আব্বা হয়তো আমাদের জন্য তৈরি হয়ে বসে থাকবেন। কিন্তু আমরা রুমের বাইরের করিডোরে বা রুমের ভেতরে দাঁড়ানো কোন অবস্থাতেই আব্বাকে পেলাম না। ভেতরে তাকিয়ে দেখি, আব্বা শুয়ে আছেন। ***পরে বুঝলাম গভীর ঘুমে আছেন। ডান দিকে কাত হয়ে গালের নিচে হাত দিয়ে সবসময় যেভাবে ঘুমাতে দেখেছি সেভাবেই তিনি ঘুমাচ্ছেন। গায়ের উপর কাঁথা নেই, ছোট রুমের মাটিতে জায়নামাজের উপর শুয়ে আছেন। মাথার নিচে কোন বালিশও নেই।*** আমার বোন, আমরা সবাই আব্বা আব্বা বলে ডাকছি। আর আমার ভাইয়ের ছেলেরা ডাকছে দাদা দাদা বলে। কিন্তু আব্বার কোন সাড়া শব্দ নেই। যেন ঘুমের সাগরে তলিয়ে আছেন তিনি। এভাবে প্রায় মিনিট খানেক ডাকাডাকির পর আব্বা একটু গুঙ্গিয়ে বললেন, কে কে? তারপর আমাদের দেখে বললেন: "ও তোমরা আসছো। এত রাতে কি

ব্যাপার? তোমাদের কি কারা কর্তৃপক্ষ ডেকেছে? এটা কি শেষ সাক্ষাত? ততক্ষণে তিনি উঠে বসেছেন। আমাকে তো জেল কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি। তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ।" কিছুটা সময় তিনি বসেই থাকলেন। মনে হলো গভীর ঘুম থেকে উঠার কারণে, পাশাপাশি আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর দিক নির্দেশনাগুলো গুছানোর জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইছেন।

আমরা তাকে উত্তর দিলাম, জ্বী আব্বা, আমরা আমাদের শহীদ হতে যাওয়া বাবার কাছে আসছি। আমরা আমাদের গর্বের ধনের কাছে এসেছি। আমার বোন বললো, আমরা আমাদের মর্যাদাবান পিতার সাথে দেখা করতে এসেছি। আমাদেরকে ওরা আজ শেষ বারের জন্য আপনাকে দেখার জন্য ডেকেছে। তিনি এভাবে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। বসে বসেই আমাদের কথা শুনলেন। আম্মা বললেন, উঠে আসো। সব শুনে তিনি বললেন 'ও আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ।'

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি উঠলেন, দাঁড়ালেন। ফিরোজা রং এর গেঞ্জী, সাদা

নীলের স্ট্রাইপের পায়জামা পরা ছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ স্যান্ডেল খুঁজলেন। পরে খুঁজে পেয়ে স্যান্ডেল পরে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন কে কে এসেছ; কয়জন, আমিই একটু দেখি (সেই সময় লাইটের আলো কম থাকায় ভেতর দিকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। সেলের লোহার দরজার বাইরে নেটের দরজা দিয়ে লাগানো ছিল। পরে আমার বড় ভাই সেই দরজাটি খুলে দিলেন। আমরা